জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – ডিসেম্বর /০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ইরাকে সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে, আনানের হুঁশিয়ারি
* এইডস মোকাবেলায় অভিনব সাড়াদান প্রয়োজন: জাতিসংঘ সংস্থা প্রধান
* বার্ড ফ্লু মানব ব্যধিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা এখনও রয়ে গেছে, জাতিসংঘ সংস্থার হুঁশিয়ারি
* "নিষ্ঠুর ও অমানবিক" রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসের জন্য আনানের আহ্বান

ইরাকে সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে, আনানের হুঁশিয়ারি

৮ ডিসেম্বর- ইরাকে সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধ, এমনকি আঞ্চলিক সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা গত তিন মাসে আগের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব রূপ লাভ করেছে। কারণ গোষ্ঠী দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী হামলা, এবং অপরাধমূলক তৎপরতা উলে-খযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির ওপর আজ প্রকাশিত জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়।

প্রতিবেদনে মহাসচিব কফি আনান নিরাপত্তা পরিষদকে বলেন প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে গোষ্ঠীগত হত্যাকারি সহিংসতার জঘন্য চক্রে রূপ ধারণ করেছে।

এপ্রসঙ্গে তিনি জাতীয় আপোষরফার জন্য একটি সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব করেন এবং এ জাতীয় সম্মেলন আয়োজনে জাতিসংঘের শুভেচ্ছা উদ্যোগ ব্যবহারের প্রস্তাব প্রদান করেন।

তিনি লেখেন, চ্যালেঞ্জ কেবল চলমান সংঘাত থামানো বা হ্রাস করা নয়, বরং এর বিস্তার রোধ করা।

তিনি গুরুত্বারোপ করেন যে, সেপ্টেম্বরে তার শেষ প্রতিবেদনে তিনি হুঁশিয়ার করে দেওয়ার পর পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। তখন তিনি লিখেছিলেন আলোচনা ও সমঝোতার পথ গ্রহণ করা বা আরো বেশি ভ্রাতৃঘাতী গোষ্ঠী দাঙ্গায় নিমজ্জিত হওয়া এ দুয়ের মাঝখানে ইরাক এক গুরুত্বপুর্ণ সন্ধিক্ষণে আছে।

তিনি উলে-খ করেন ২০০৩ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন হামলার পর থেকে বেসামরিক লোক হতাহতের সংখ্যা উৎসের ওপর নির্ভর করে যদিও ৫০,০০০ এবং ৬০০,০০০ এর মধ্যে হেরফের হয়, কিন্তু ইরাকি জনগণের দুর্ভোগ অব্যাহতভাবে চলছে। সংঘাতের কারণে মানব উন্নয়ন স্থায়ীভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা, সমাজ সেবা, শিক্ষা, চাকুরি ও অর্থনৈতিক সুযোগে প্রবেশাধিকারের বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনাব আনান লেখেন, নিরাপত্তা উন্নয়ন ও জাতীয় আপোষরফা সৃষ্টিতে যদিও আমি ইরাক সরকারের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করছি, তবুও দেশের চলমান রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ধারা বন্ধ করতে এবং বদলে দিতে ঐকমত্য ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারকে অবশ্যই জরুরি ভিত্তিতে এর কৌশল, নীতিমালা ও পদক্ষেপ পর্যালোচনা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আরো বেশি বৃহত্তর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি ইরাক সরকারের জন্য একটি তিন দফা রোডম্যাপের খসড়া তৈরি করেন:

ভোটাধিকার বঞ্চিত ও প্রান্তিক সকল সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য প্রবেশাধিকার দিয়ে প্রধান স্রোতধারায় আনতে পুর্ণাঙ্গ অন্তর্ভুক্তিমুলক প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা;

শক্তি প্রয়োগে সরকারের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এতে কেবল সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, গোষ্ঠীগত ও অপরাধমূলক দাঙ্গার মোকাবেলা নয়, বরং মিলিশিয়াদের সমস্যা সমাধান এবং তাদেরকে সকল মন্ত্রণালয় ও নিরাপত্তা বাহিনী থেকে অপসারণ করা।

ইরাকের ক্রান্তিকালকে সমর্থন করে এমন আঞ্চলিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এজন্য সরকার প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে এবং প্রতিবেশীরা ইরাকে বৃহত্তর স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

জনাব আনান লেখেন, ইরাকে অবনতিশীল পরিস্থিতি এবং এর সম্ভাব্য গভীর আঞ্চলিক সংশি-ষ্টতার আলোকে আঞ্চলিক সংলাপ ও বোঝাপড়া সৃষ্টির জন্য আরো সৃষ্টিশীল পন্থা বিবেচনা করার দরকার হতে পারে। এর ফলে ইরাক ও এর প্রতিবেশীদের মধ্যে আস্থা-তৈরির পদক্ষেপ সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। জাতিসংঘ সংশি-ষ্ট সকলের সাথে পরামর্শ করে এ ধরনের প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা খুঁজে দেখতে প্রস্তুত আছে।

বিশ্বের অন্যান্য স্থানে জাতিসংঘের ইতিবাচক অভিজ্ঞতার উলে-খ করে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, জাতিসংঘ মধ্যস্ততা করলে ইরাকি রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্ভবত ইরাকের বাইরে একত্রিত করা যাবে।

প্রসঙ্গত, ২০০১ সালে জার্মানির বনে এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে আফগানিস্তান বিষয়ে শান্তি চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সংবিধানিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এবং তাৎক্ষনিক ও দীর্ঘ-মেয়াদি ত্রাণ চাহিদার জন্য শক্ত সমর্থনসহ রাজনৈতিক ও মানবিক বিষয়াবলিতে ইরাকের প্রতি জাতিসংঘের অঙ্গীকার জনাব আনান পুনর্ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন যে অবনতিশীল নিরাপত্তা সংস্থার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে এর সামর্থ্যকে সংকুচিত করে দিয়েছে।

২০০৩ সালের আগস্টে বাগদাদে জাতিসংঘ কম্পাউন্ডে বোমা হামলাকে তিনি তার পেশাগত জীবনের 'একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মুহূর্ত' বলে স্মরণ করেন। এ ঘটনায় বিশ্ব সংস্থা মিশন প্রধান সার্গিও ভিয়েরা ডি মেলোসহ এর ২২জন বন্ধু ও সহকর্মীকে হারায়।

তিনি সতর্ক করে দেন, ইরাকি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হয়ত ইরাকে জাতিসংঘের আরো সক্রিয় ভূমিকা দেখতে চায়, কিন্তু নিরাপত্তা পরিস্থিতির আরো অবনতি হলে ইরাকে আরো উলে-খযোগ্য উপস্থিতি বজায় রাখা হয়ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উঠবে। জাতিসংঘ কর্মীদের মাত্রাহীন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া সহ্য করা হবে না।

এইডস মোকাবেলায় অভিনব সাড়াদান প্রয়োজন: জাতিসংঘ সংস্থা প্রধান

৭ ডিসেম্বর- এইচআইভি / এইডস নিয়ে কর্মরত জাতিসংঘের প্রধান সংস্থার প্রধান আজ বলেছেন, এ ব্যধির বৈশ্বিক হুমকি মোকাবেলায় আরো অভিনব সাড়াদান প্রয়োজন।

এইচআইভি / এইডস বিষয়ক যৌথ জাতিসংঘ কর্মসুচির (ইউএনএইডস) নির্বাহী পরিচালক ড. পিটার পিয়ট জাম্বিয়ার লুসাকায় সংস্থার ১৯তম বোর্ড মিটিং উদ্বোধনের সময় বলেন, আমরা ইতিমধ্যে এইডস অস্বীকারের নতুন রূপ দেখেছি, যাতে বলা হচ্ছে এইডসকে অন্যান্য গণস্বাস্থ্য সমস্যার মতই চিকিৎসা করতে হবে।

তিনি বলেন, এইডস একটি ব্যতিক্রমী ব্যধি- এটা হল বাঁচা-মরার প্রশ্ন, যেমন বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি-আর তাই এর ভিন্নতা রক্ষা করতে হবে।

তিনি বলেন, ২০০৬ সালে মাত্র প্রতিরোধ স্বীকৃতি পেল। এখনও অনেক কিছুর উন্নয়ন বাকি আছে। এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় সার্বজনীন প্রবেশাধিকার উন্নয়ন করতে এবং ওষুধ টিকার জন্য নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ড. পিয়ট যথেষ্ট অর্থায়ন ও বছর বছর তহবিল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এই নতুন পর্যায়ে কর্মসুচির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম।

জনাব পিয়ট এইডসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াইয়ে নেতৃত্ব দানের জন্য বিদায়ী মহাসচিব কফি আনানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তার

উত্তরসুরি বান কি-মুনকে স্বাগত জানান, যিনি জানুয়ারিতে জাতিসংঘের প্রধান পদে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

বার্ড ফ্লু মানব ব্যাধিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা এখনও রয়ে গেছে, জাতিসংঘ সংস্থার হুঁশিয়ারি

৬ ডিসেম্বর- বার্ড ফ্লু ভাইরাস, যা কিনা মারাত্মক মানব ব্যাধিতে পরিণত হতে পারে, সারা বিশ্বে একটি সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে রয়েই গেছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য প্রবাহে স্বচ্ছতা ও আরো বেশি তথ্য বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আফ্রিকা সম্পদ ও কারিগরি সাহায্যের জন্য শীর্ষ অগ্রাধিকার রূপে আবির্ভূত হয়েছে। আজ প্রকাশিত জাতিসংঘের সর্বশেষ সংবাদে এ কথা বলা হয়।

আগামীকাল মালির বামাকোতে বৃহৎ দাতাদের সম্মেলনের প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) সহকারী মহাপরিচালক আলেক্সান্ডার মুলার সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কোনো একটি রাষ্ট্র যদি ব্যাধি সীমিত রাখতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তা দ্রুত আরো অনেকগুলো দেশে পুনঃসংক্রামিত হতে পারে। একটি সামান্য ভুল আমাদের এ যাবৎ পর্যন্ত অর্জিত সকল ভাল কর্ম ধুলিস্যাৎ করে দিতে পারে। সুতরাং শিথিলতার কোনো সময় নেই।

ফাও জানায় দাতাদের তহবিলের অভাবে বিশ্বের অনেক দেশ বিশেষভাবে ঝুঁকির মুখে আছে। এর মধ্যে আছে আফ্রিকা, পুর্ব ইউরোপ ও ককেশাশ এবং ইন্দোনেশিয়া যেখানে এ বছরই ৫৫টি মানব ব্যাধি ধরা পড়েছে, যার মধ্যে ৪৫টি ছিল প্রাণঘাতী।

বিশ্বব্যাপী ২০ কোটির ওপর হাঁস-মুরগি 'এইচ ফাইভ এন ওয়ান' ফ্লু ভাইরাস বা প্রতিরোধমুলক নিধনের কারণে মারা গেছে। এ পর্যন্ত মাত্র ২৫৮টি মানব ব্যাধির ঘটনা ঘটেছে, যার ভেতর ১৫৪টি ছিল প্রাণঘাতী। বর্তমান বিস্তার শুরু হয় ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ায়। আক্রান্ত হাঁস-মুরগির সাথে সংস্পর্শের কারণে এসব সংক্রমণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করেন এই ভাইরাস ব্যবচ্ছেদ হয়ে মানব থেকে মানবে ছড়িয়ে পড়ার শক্তি অর্জন করতে পারে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে এটি মানব ব্যাধিতে পরিণত হতে পারে। ১৯১৮ সালে ছড়িয়ে পড়া তথাকথিত স্প্যানিশ ফ্লু মরণব্যাধিতে বিশ্বব্যাপী দুই থেকে চার কোটি লোক প্রাণ হারায়, যা দুই বছর পর দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

আগামী কালের সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত এক বিবৃতিতে ফাও সতর্ক করে দেন, মানব ব্যাধির সম্ভাবনা আমাদের ওপর ঝুলে আছে। এতে বলা হয় এইচ ফাইভ এন ওয়ান সারা বিশ্বে পশু ও মানব উভয়ের জন্য সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে রয়ে গেছে। এ বছর আফ্রিকায় এ ভাইরাস উপস্থিতির পর উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আরো বেশি।

এতে আরো বলা হয়, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্পদ ও কারিগরি সহায়তার জন্য আফ্রিকা শীর্ষ অগ্রাধিকারে আছে। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের মত যেসব অঞ্চল এখনও আক্রান্ত হয়নি সেখানেও জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রস্তুতি পরিকল্পনায় ফাও'র বিনিয়োগ কাজে লাগছে। বিবৃতিতে এসব অঞ্চলের জন্যও অব্যাহত অঙ্গীকারের আহ্বান জানানো হয়।

ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে হলে প্রয়োজন দীর্ঘ-মেয়াদি লক্ষ্য, আরো বেশি নজরদারি, বিস্তারের পর দ্রুত সাড়াদান এবং তথ্যের অধিকতর স্বচ্ছতা ও আদানপ্রদান।

ফাও জানায়, উন্নত রোগ নির্ণয়, টিকা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সাফল্য কেবল তখনই সম্ভব যখন বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ব্যাপকভাবে ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভাইরাস বিষয়ে তথ্যের আদান প্রদান হবে।

পশু-পাখি উৎপাদন ও বিপণন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল আনতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চলাচল নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসমুহের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। যেমন: ভিয়েতনামে নজরদারি ও গবেষণাগারের সামর্থ্য বৃদ্ধি, চলাচল নিয়ন্ত্রণ, টিকাদান ও নিধনের সমন্বিত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভবপর হয়।

তিনি বলেন, "সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক দাতা সম্প্রদায়ের সহায়তা ছাড়া এটা করা সম্ভব ছিল না। ভিয়েতনামে

৯৩টি হাস-মুরগী এতে আক্রান্ত হয়, এর মধ্যে ৪২টি ছিল প্রাণঘাতী। কিন্তু এ বছর কোন সংক্রমণের কথা জানা যায় না।

জাতিসংঘ এভিয়েশন এন্ড হিউম্যান এনফ্লুয়েঞ্জা বিষয়ক উর্ধ্বতন সমন্বয়কারী নাবারু বলেন, বিশ্বব্যাপী আগামী দুই-তিন বছরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য গত বছর ১৫০ কোটি ডলারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। এ পর্যন্ত ফাও ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার পেয়েছে এবং আরো ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং আরো ৬ কোটি ডলার লাভের আশ্বাস পেয়েছে।

"নিষ্ঠুর ও অমানবিক" রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসের জন্য আনানের আহ্বান

৫ ডিসেম্বর- রাসায়নিক অস্ত্রকে "নিষ্ঠুর ও অমানবিক" হিসেবে আখ্যায়িত করে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তির দশ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান সকল রাষ্ট্রকে এ চুক্তিতে প্রবেশের অনুমোদন জানান।

হেগে এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে প্রেরিত এক বাণীতে মহাসচিব বলেন, ১৯৯৭ সালে কার্যকর হওয়ার পর থেকে রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি বিশ্বব্যাপী এ অস্ত্রের মজুদ ধ্বংসে অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে ১৮১টি রাষ্ট্র বিশ্বের প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী এ চুক্তির পক্ষ।

বাণীতে তিনি বলেন, এখনও বেশ কিছু গুরুত্বপুর্ণ রাষ্ট্র এ কাঠামোর বাইরে রয়ে গেছে। যেসব দেশ এখনও এ চুক্তি অনুমোদন করেনি বা এ চুক্তিতে প্রবেশ করেনি চুক্তির দশ বছর পুর্তি অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে আমি অনতিবিলম্বে তা করার জন্য আবারও তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ চুক্তি স্বাক্ষরকারী সব রাষ্ট্রকে এসব নিষ্ঠুর ও অমানবিক অস্ত্র নির্ধারিত চূড়ান্ত সময়সীমার মধ্যে ধ্বংস করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

জনাব আনান এ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ জাতীয় আইন পাসেরও আহ্বান জানান। তিনি বলেন জাতিসংঘের একটি অঙ্গাগঠন রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (ওপিসিডাবি-উ) যাতে পুর্ণাঙ্গা সহযোগিতা পায় তা নিশ্চিত করাও জরুরি। এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমুহ স্বাভাবিক নিয়মেই ওপিসিডাবি-উ-এর সদস্যে পরিণত হয়।

ওপিসিডাবি-উ ও রাষ্ট্রপক্ষগুলো জাতিসংঘের অব্যাহত সহযোগিতা লাভ করবে। জাতিসংঘ রাসায়নিক অস্ত্রের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে সব ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যাপারেই গভীরভাবে এবং এ হুমকি মোকাবেলার প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত।

সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন চুক্তি গৃহীত হওয়ার কথা উলে-খ করে একে তিনি গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মুল প্রচেষ্টার একটি উদাহরণ হিসেবে উলে-খ করেন। জনাব আনান এসব অস্ত্রকে "মানুষের সবচেয়ে ভয়ংকার আবিষ্কারগুলোর একটি" বলে আখ্যায়িত করেন।

তবে তিনি বলেন, "এসব অস্ত্রের নির্মুল হবে মানব জাতির সর্বোৎকৃষ্ট অর্জনগুলোর মধ্যে একটি"। তিনি 'মৃত্যুর এ হাতিয়ার নির্মুল' প্রচেষ্টা জোরদার করার আহ্বান জানান।

আজ থেকে শুরু হওয়া এ-চুক্তির পক্ষ রাষ্ট্রসমুহের সম্মেলন ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এটি এ চুক্তির পক্ষ রাষ্ট্রগুলোর এগারোতম অধিবেশন।

জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিভাগের পরিচালক টিম কফলে মহাসচিবের এ বাণী পড়ে শোনান। মহাসচিব নিজে বর্তমানে নিউ ইয়র্কে অবস্থান করছেন এবং সেখান থেকে তিনি আজ দিনের শেষভাগে ওয়াশিংটন ডি.সি.-এর উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে তিনি তার সম্মানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাবি-উ বুশের দেওয়া এক নৈশ ভোজে যোগদান করবেন।

** ** **